কোরআনে হযরত নূহ(আঃ)- ৯

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নূহ (আঃ)-৯ "**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

পবিত্র কোরাআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা নূহ

১০) আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমার প্রভুর নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১০

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

বলেছিঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর,তিনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল।

১১) তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে বর্ষণ করবেন প্রচুর বৃষ্টি।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১১

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

১২) তিনি তোমাদের মদদ করবেন মাল সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দেবেন বাগ- বাগিচা ও নদ-নদী।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১২

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধণ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্যে বাগানসমূহ তৈরী করবেন এবংপ্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

আয়াত নম্বর ১০, ১১, ১২ এর নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর(রাঃ) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন এবং শুধু ইস্তিগফার (আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফ্য়া ওয়া আফ্উ আন্না) করেই শেষ করলেন। সবাই বললো হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি তো বৃষ্টির কথা কিছুই বললেন না। আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এ কথা বলেই তিনি সুরা নূহের ১০, ১১, ও ১২ আয়াত পাঠ করে শুনালেন। আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন ,তবে দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ কিছুই থাকবেনা।(ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর) ।

অনুরূপ এক ব্যক্তি হাসান বসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে ,তিনি বললেন ,আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্রের অভিযোগ করলো। তৃতীয় ব্যক্তি বললো আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো আমার ফসলের মাঠে ফসল কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো কি ব্যপার যে,আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সুরা নূহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন (কাশশাফ)।

১৩) তোমাদের হোলোটা কি? তোমরা আল্লাহর জন্যে কোনো মর্যাদাই স্বীকার করছো না।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৩

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না?

১৪)অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৪

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

অথচ তিনিই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।

১৫)তোমরা কি ভেবে দেখো না, কিভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৫

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

তোমরা লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?

১৬)তাতে চাঁদকে রেখে দিয়েছেন আলো হিসেবে আর সূর্যকে রেখে দিয়েছেন আলো দানকারী প্রদীপ হিসাবে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৬

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

এবং সেখনে চাঁদকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করেছেন?

১৭)আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৭

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا

তিনি তোমাদেরকে উদ্‌ভূত করেছেন মাটি হতে উদ্ভিদ উতপন্নের ন্যায়।

১৮) অতঃপর তিনি তোমাদের তাতেই(মাটিতে) ফিরিয়ে নেবেন এবং সেখান থেকে আবার বের করে আনবেন।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৮

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

অতঃপর তোমাদেরকে তাতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন,

১৯) আল্লাহই তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীকে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ১৯

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا

এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্‌তৃত-

২০)যাতে করে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে।

সুরা নূহ ৭১ ,আয়াতঃ২০

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

২১)নূহ আরও বলেছিল, আমার প্রভু,তারা (আমার কওম)আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোকদের যাদের মাল সম্পদ এবং আওলাদ-ফরজন্দ তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি।

সুরা নূহ ৭১,আয়াতঃ২১

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا

নূহ(আঃ) বলেছিলঃ হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধণ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

২২)তারা এটেছিল এক জঘন্য ষড়যন্ত্র।

সুরা নূহ ৭১,আয়াতঃ২২

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا

আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে।

২৩)তারা বলেছিল, তোমরা (নূহের কথায়) কখনো তোমাদের ইলাহদের(দেব-দেবীদের) ত্যাগ করোনা। তোমরা ত্যাগ করোনা ওয়াদ্দা, সুয়াআ, ইয়াগুছ এবং নসরকে(চার দেব-দেবীর নাম)

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ ২৩

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

এবং বলেছিলঃ পরিত্যাগ করো না তোমরা কখনও তোমাদের উপাস্যগুলিকে এবং ওয়াদ,সুওয়া’আ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকেও পরিত্যাগ করো না।

২৪)নূহ বলেছিল,প্রভু,তারা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে । তুমি এই যালিমদের গোমরাহি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিও না।

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা দ্বীনকে বুঝি, পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস থেকে। এবং সে মোতাবেক নিজের ঈমান ও আ'মল দুরস্ত করে নেই। অন্যদেরকেও এপথে আহ্বান করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অতীতের অন্যায় কার্যকলাপ থেকে তওবা করে ফিরে আসি ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে,আল্লাহ রসুলের পথে, কোরআন ও সহীহ হাদীসের পথে।

আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ যদি আমাদের তওবা কবুল করে ক্ষমা করে দেন তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে এবং দোযখের আগুন থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব। আল্লাহর দয়া, রহমত,ও সাহায্যই আমাদের কাম্য। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……………………………………….